প্রথম আলো

তারিখ ০৪ OCT 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

ধানমন্ডিতে চালু হলো কুমন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

এবার বাংলাদেশে শুরু হলো শিশুদের জন্য ব্যতিক্রমী শিক্ষা-সহায়ক উদ্যোগ—'কুমন'। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ধানমন্ডিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্র্যাক-কুমনের প্রথম কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়।

ধানমন্ডি ১৪ নম্বর সড়কের ৮ নম্বর বাড়িতে কুমন সেন্টার উদ্বোধন করেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তিনি বলেন, কুমন শিক্ষা শিশুদের মেধা বিকাশে এক অনন্য পদ্ধতি। অন্যান্য দেশের শিশুদের মতো বাংলাদেশের শিশুরাও এখন থেকে এই পদ্ধতিতে শেখার সুযোগ পাবে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, ১৯৫৮ সালে জাপানি শিক্ষক তরু কুমন শিক্ষার্থীদের গণিত শেখাতে বিশেষ এক পদ্ধতি চালু করেন, যা 'কুমন' নামে পরিচিত। বর্তমানে কুমন কর্মসূচি বিশ্বের ৫০টি দেশে চলছে। ৪২ লাখের অধিক ছাত্রছাত্রী এ পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করছে। ব্র্যাকের উদ্যোগে এই পদ্ধতি বাংলাদেশে চালু হলো।

গণিতে শিশুর মেধা ও সামর্থ্য বিকাশের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক ২০১৪ সালে প্রথম বাংলাদেশে কুমন পদ্ধতির প্রাক্-পাইলট প্রকল্প চালায়। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির ১৭টি বিদ্যালয়ে ৫১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে পাইলট কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায় পরিচালনা করা হচ্ছে।

ব্র্যাক-কুমন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (ইনচার্জ) নেহাল বিন হাসান অনুষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল তুলে ধরে বলেন,

> ১৯৫৮ সালে জাপানি শিক্ষক তরু কুমন শিক্ষার্থীদের গণিত শেখাতে বিশেষ এক পদ্ধতি চালু করেন, যা 'কুমন' নামে পরিচিত

কুমন পদ্ধতিতে শিশুরা দ্রুত ও সঠিকভাবে গণিতের সমাধান করতে পারে। এ ছাড়া তাদের গণিতে দক্ষতা, স্বশিক্ষার ক্ষমতা ও শেখার প্রতি মনোযোগ বাড়ে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভে শিশুরা তাদের শেখার সীমাকে ছাড়িয়ে যায়।

চলতি বছরেই উত্তরায় কুমনের দ্বিতীয় কেন্দ্রটি খোলা হবে। ২৭ মাসব্যাপী একটি পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে ২০টি কুমন কেন্দ্র চালু করা হবে। এসব কেন্দ্রে শিশুরা কুমন পদ্ধতিতে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে তাদের সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পাবে।

কুমন কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুমন এশিয়া ও ওশেনিয়ার প্রেসিডেন্ট আতসুশি ইয়ামাদা, ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব ল্যাঙ্গুয়েজের (বিআইএল) পরিচালক সৈয়দা সারওয়াত আবেদ, জাপানের মন্ত্রী তাকেশি ইটো, জাপানের রিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিয়োশি কাশাহারা, কুমন চিলড্রেনের অভিভাবক সুনিদা উইতাকারান প্রমুখ বক্তব্য দেন।